বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের অঙ্গীকার
মেক্সিকো 2001

মুখবন্ধ
পুনর্পোষণ ক'রে : মুখ্য মানবাধিকার রূপে বক্তব্যপ্রকাশের অধিকার স্বাধীনভাবে দেওয়ার চেতনাবোধ — যা আরো অবাধ, বহুমুখী, গণতান্ত্রিক ও সম্মানীয় সমাজগঠনে নিজস্ব পরিবেশ-গণ্ডীও অবলীলায় পার করে ।

একথায় সহমত-প্রকাশ যে স্বাধীনভাবে বক্তব্যপ্রকাশ সার্বিক সৌহার্দ্য তথা গণতন্ত্র অটুট রাখার ক্ষেত্রে মৌলিক ।

একথা স্বীকার করা যে বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের পৃষ্ঠপোষণ সম্ভবপর হয় না যখন আতঙ্ক, অন্ধকার আর মৌনতা ছেয়ে থাকে — এবং একথাও মেনে নেওয়া যে এই মৌলিক অধিকার মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির বিকাশে এতটাই সহায়ক, যে তা' নিজস্ব কৌশলে তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং — সার্বিকভাবে ঐকান্তিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে ।

এব্যপারে প্রতিশ্রুতি নেওয়া যে বিভিন্ন সামাজিক কার্যবাহকগণ সম্মান ও সহনশীলতাকেই তাঁদের কাজের মূলমন্ত্র ক'রে নেবেন ।

এবিষয়ে জোর দেওয়া যে সার্বিক তথ্যপ্রবাহের গতিমুখ আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে হবে — যা এক উল্লেখযোগ্য, দায়িত্বশীল ও সুগভীর অংশীদারিত্বের স্তর আরো বিকশিত ক'রে তুলবে ।

এব্যাপারে খেয়াল রাখা যে স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ দমনকারী কোনোকিছুই সামাজিক সংঘর্ষ উদ্রেক ক'রে অথবা হিংসাত্মক পরিস্থিতি সুচিহ্নিত ক'রে এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে ওঠে ।

একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে মানবাধিকারের বাণিজ্যিক ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ 19, মানবাধিকারের ইন্টারঅ্যামেরিকান কনভেনশন'এর 13-শ ও 14-শ অনুচ্ছেদ আর উপরোক্ত বিষয়ে আয়োজিত যেকোনো বৈঠকেই বিভিন্ন দেশবিদেশের বিকাশসাধনে স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ ও তার নিশ্চয়তাদানের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, ঐসকল আলোচনায় নির্ণিত কোনো বিষয়ই একটি নির্দিষ্ট সীমা অথবা পরিধিরেখার বাইরে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যে সীমারেখা উপরোক্ত ঘোষণা বা বৈঠকে বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে ধার্য করা হয়েছে ।

একথা মনে রাখা যে তথ্যপ্রবাহের স্বতন্ত্র প্রবাহের প্রসারে তথ্য ও সম্প্রচার-মাধ্যম আর সংবাদদাতাদের কার্যোপলব্ধি ও বিচারবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ —কারণ তা' সাধারণ মানুষকে সুনিশ্চিত হতে, যুক্তিপূর্ণ তর্কপ্রদান করতে আর গণতন্ত্রের ভিত্ আরো দৃঢ় ক'রে তুলতে সাহায্য করে ।

এপ্রসঙ্গে সংগ্রাম জারি রাখা যাতে সমাজে তথ্য ও জ্ঞানের বিকাশ, ইন্টারনেটে নাগালপ্রাপ্তি, নতুন-নতুন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিস্তার আর মৌলিক অধিকারগুলি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে যথাসাধ্য সহযোগিতা লাভ করা যায় — যার মধ্যে বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশ আর তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারও পুরোদমে সামিল ।

এই দাবি জানানো যে স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ ও তথ্যলাভের অধিকারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ও বিভিন্ন দেশের দায়দায়িত্ব যেন প্রশাসনিক, বিধানভিত্তিক ও আইনানুগ শক্তিসমূহও যুক্ত করে । এছাড়া প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোর কথা মাথায় রেখে সরকারের বিভিন্ন স্তরের স্বায়ত্ব সাংবিধানিক সংস্থানগুলিও যেন এতে সামিল করা হয় ।

একথা স্বীকার করা যে লাতিন অ্যামেরিকায় বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের ব্যাপারে আশ্বাসদানের আবশ্যকতা জানিয়েছেন নীচে স্বাক্ষরিত ব্যক্তিগণ এবং 'বক্তব্যপ্রকাশ-অধিকারের অঙ্গীকার, মেক্সিকো 2001'-তে সহযোগকারী সবাই। আমরা নিম্নলিখিতদের প্রতি আমাদের বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যের প্রদর্শন করতে চাই।

সিদ্ধান্ত :

I. স্বাধীনভাবে বক্তব্যপ্রকাশের আশ্বাসদান

1. বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের অর্থ হ'ল কোনোরকম সীমারেখার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে যাবতীয় তথ্য ও ধ্যানধারণার অনুসন্ধান করা, সেগুলি সাগ্রহে গ্রহণ ক'রে প্রচার করা — তা' সে মৌখিক, লিখিত, গুপ্ত অথবা ছলনাপূর্ণ যা-ই হোক, কিম্বা অন্য কোনো উপায়ে তা' সংগ্রহ করা হ'লেও বা অন্য কোনো মাধ্যমে, যেখানে নতুন কারিগরি - কৌশল অন্তর্ভূক্ত। ব্যক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতা এক মৌলিক অধিকার আর শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সৌভ্রার্তৃত্বের পক্ষে তা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
2. সমস্ত নাগরিকের কাছেই বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের অধিকার প্রয়োগ করার আর একইসঙ্গে কোনো সীমাবদ্ধতা না রেখে তথ্যসন্ধান করার, তা' প্রাপ্ত ও গ্রহণ করার সমান সুযোগ থাকে।
3. বিভিন্ন সমাজ ও সেখানকার সরকারের কর্তব্য এই অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ নেওয়া, যাতে প্রতিবন্ধীরাও সাধারণ মানুষের মতোই তাঁদের বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। এর জন্যে তথ্যপ্রবাহ সুলভ্য আঙ্গিকে কোনো অতিরিক্ত শুল্ক ছাড়াই প্রস্তুত করা উচিত, যাতে অন্য সমুদায়ের মানুষ ও অন্য ক্ষমতাসম্পন্নদের প্রয়োজনের কথাও বিবেচিত হয়।
4. আইনি, প্রশাসনিক ও বিধানভিত্তিক নীতিপ্রয়োগ সমাজ ও তার সরকারপক্ষের কর্তব্য — কারণ তা' সেইসমস্ত পরিমাণ ও আচরণ দূরীভূত করে যা প্রশাসনিক প্রচারের কারচুপিপূর্ণ এবং / অথবা স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগে মদত জোগায়।
5. স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশের প্রসার, সুরক্ষা, দাবি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে নাগরিক সংস্থার এক সক্রিয় ভূমিকা স্বীকৃতি পায় আর তার উৎসাহ-বৃদ্ধিও করা হয় এমন এক মূল্যের রূপে, যা নাগরিকদের জোরদার ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যের বিচারে সহায়ক। এর জন্যে সংস্থা সম্পূর্ণরূপে এই স্বাধীনতার প্রসার পুরোদমে ও পূর্ণ মূল্যে করতে থাকবে এবং এবিষয়ে লক্ষ্যও রাখবে যাতে সেই নিশ্চয়তাসহ সরকারপক্ষও তা' অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে।

II. বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের রক্ষক

1. নিজস্ব বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কারোর ওপর কোনোরকম সীমাবদ্ধতা বা বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না।
2. বেআইনি কৌশলে স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশে কোনোপ্রকার বাধাপ্রদান করা চলবে না, আর আইনব্যবস্থায় এধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তার বিধানগত আধার থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই আধার গণতান্ত্রিক সমাজের নীতির সঙ্গে যেন সঙ্গতি রাখে আর সরকার অথবা তার নাগরিকদের অস্তিত্বের পক্ষে এটা এক জরুরি ও অনড় পদক্ষেপ। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে কুশলী, নিরপেক্ষ ও সহযোগী প্রয়োগকৌশলে এবং ব্যাপক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

III. বহুবাদিতা ও ভিন্নমুখিতা

স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে আধিকারিক শক্তিসমূহের দায়িত্ব এবং সমাজের অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক:

1. সার্বিক আলাপ-আলোচনায় উপলব্ধি ও ধ্যানধারণার পরিবর্দ্ধনের জন্যে বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শের দিকবিস্তার ।

2. নতুন-নতুন কৌশলপ্রয়োগের মাধ্যম একত্রিত ক'রে যাবতীয় প্রচারব্যবস্থার সহজে নাগালপ্রাপ্তি, বিশেষ ক'রে নিম্নশ্রেণীর অংশীদারিতায় উৎসাহদানের সাহায্যে — সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, ক্ষমতাহীন বা পিছিয়েথাকা আদিবাসী সমাজ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারীসমাজ, যুবক ও শিশু, এছাড়া সংখ্যালঘু ভাষা বা সংস্কৃতির মানুষের কাছে ।

IV. তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

1. সার্বজনিক সংস্থাগুলি হ'ল তথ্যপ্রবাহ একত্রিত হবার স্থান আর বিধানগত নীতি দ্বারা সার্বিক তথ্য-অবগতির ব্যাপারে নাগরিকদের নাগালপ্রাপ্তির অনুমতি তাদের দেওয়া উচিত এবং তা' অনায়াসে প্রাপ্ত করানোও উচিত — কারণ তা' দায়িত্বশীল স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশের পক্ষে মৌলিক ।

2. তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিম্নোক্ত নীতি অনুযায়ী আইনব্যবস্থা দ্বারা আশ্বাসিত হওয়া দরকার :

   যেকোনো ব্যক্তিরই সার্বজনিক সংস্থার তথ্যপ্রাপ্ত করার অধিকার থাকে, তার জন্যে তাঁর ব্যক্তিগত কোনো হিত-প্রদর্শন অনাবশ্যক ।

   বিকেন্দ্রীয় কোম্পানী অথবা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংস্থা বা দলসমূহ, শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্ব কোম্পানী বা শ্রমিক সংগঠনগুলি যখনই সরকার-প্রদত্ত প্রবাহ বা সার্বজনিক প্রয়োগসাধনে চালিত হয় — তখন তাদের বিষয়ে তথ্য-অবগতিতে সর্বসাধারণের অধিকার থাকে ।

   বিধিসম্মত আধিকারিকদের আইনি আদেশের সহায়তায় যেকেউই স্বায়ত্ব কোম্পানীগুলির তথ্যপ্রাপ্ত করার অধিকার রাখেন, যখনই তা' তাঁদের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষাপালনের ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে পড়ে । অন্যায্যভাবে অমান্য করা, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ, জাল-জুয়াচুরি বা ভুল তথ্যপ্রদানের বিপক্ষে এক স্বতন্ত্র সংস্থা এবং / অথবা প্রশাসনিক আদালতের দ্বারস্থ হবার অধিকার থাকা উচিত ।

   সার্বজনিক সংস্থাগুলির উচিত অবগতিমূলকভাবে নিয়মিত সময়ান্তরে বিধিবদ্ধ কৌশলে সার্বিক ভঙ্গীতে জনগণের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রকাশ করা এবং সেইসমস্ত তথ্য বিষয়ভিত্তিক রূপে প্রকাশ করা যেগুলি বিশিষ্ট জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ।

3. সকল নাগরিকেরই তথ্যের নাগালপ্রাপ্তি ও তার নবীকরণে পূর্ণ অধিকার রয়েছে, সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য সংশোধনেরও, যদি তা' ভুল হয় অথবা অনুভূতিকেন্দ্রিক তথ্য হয়, কিম্বা তা' বিনষ্ট ক'রে ফেলার অধিকারও, যখনই তা' এবিষয়ে আর আবশ্যক না থাকে অথবা সার্বজনিক স্বায়ত্ব সংস্থা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে, আর এহেন ক্ষেত্রে সরকারপক্ষ থেকেই প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয় ।

IV. শিক্ষা

বিভিন্ন সংস্থা ও তাদের কর্তৃপক্ষ :

1. শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে জোর দেবে — যাতে তারা নাগরিক গঠনের অঙ্গস্বরূপ স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাদের শিক্ষালাভের জীবনের প্রতিটি স্তরেই বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশ প্রয়োগ করে : যাতে এইরূপে তথ্যপ্রাপ্ত ক'রে সহযোগী মনোভাব ও সামাজিক সৌহার্দ্য স্থাপন করা যায় ।

2. এবিষয়ে আশ্বস্ত করবে যে জনগণ শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাপ্ত করবে — প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে নিয়ে তার পরবর্তী সকল স্তরেও — যা তাদের বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর পরিবেশ-গঠনে পাঠ্য ও লিখিত রূপে যথাযথ বোধশক্তি প্রদান করবে ।

3. উন্নত বার্ণিজ্যকরণের জন্যে স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ, পারদর্শিতা, তথ্যপ্রবাহে অধিকার, নতুন-নতুন কৌশলপ্রযুক্তি ও নাগরিকদের অধিকারকেন্দ্রিক বিষয়ের অবতারণায় নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যধারার নবীকরণেও প্রাধান্য দেবে ।

4. স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশের বিষয়ে অধ্যয়ন, সংশোধন ও প্রকাশনার বিকাশকার্যে উৎসাহদান — যা সংযোগ, শিক্ষাভিত্তিক ও বিদ্যার্থী শ্রেণী আর ব্যাপকহারে সমাজের সঙ্গেও সম্পর্কিত ।

VI. স্বায়ত্ব মাধ্যম

1. সংস্থা ও তার কর্তৃপক্ষকে সংযোগ-মাধ্যম দ্বারা দেশীয় মতভেদ ও বার্তার প্রসারণকার্যে সর্বাধিক যোগদানে প্রেরণা দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানাতে হবে ।

2. রেডিওইলেক্ট্রিক স্পেক্ট্রাম'এর ফ্রিকোয়েন্সির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক ও পারদর্শী হওয়া উচিত, শুধু এক্ষেত্রে ছাড়া যখন সরকার একাধিপত্য বা স্বল্পবিক্রেতাদের অধিকার — সার্বজনিক হোক এবং / অথবা স্বায়ত্ব — নিজ সুবিধার্থে কাজে লাগিয়ে তা' বাধাপ্রাপ্ত বা সীমিত করবে ।

3. সংযোগ - ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ-প্রণালীতে নিম্নোক্ত নীতি অনুযায়ী স্বায়ত্ব, নাগরিক ও সামুদায়িক মাধ্যম দ্বারা প্রেরণাদান করতে হবে:

এক স্বাধীন ও স্ব-চালিত নিয়ন্ত্রণ-প্রণালী, রেডিওইলেক্ট্রিক সঙ্কেত সম্প্রচারের লাইসেন্স অথবা অধিকার প্রদান করার ও দায়িত্বপালন করার জন্যে ভারপ্রাপ্ত থাকবে । সেইসঙ্গে খেয়াল রাখবে যাতে পরবর্তী নির্ণয়কার্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা না দেয় ।

লাইসেন্স প্রাপ্ত করার প্রণালী ন্যায়পূর্ণ, সুদক্ষ, বস্তুকেন্দ্রিক ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত আর প্রতিমুহূর্তে তাকে সংযোগ মাধ্যমের বহুবাদিতা ও ভিন্নমুখিতার প্রতি উৎসাহদান করতে হবে ।

রেডিওইলেক্ট্রিক স্পেক্ট্রাম'এর ফ্রিকোয়েন্সি মাধ্যম দ্বারা সামুদায়িক সংযোগ-মাধ্যম, দ্ররিদ্র ও গ্রামীণ মানুষের নাগালপ্রাপ্তি আরো অগ্রবর্তী করতে প্রেরণাদান করবে ।

VII.সার্বজনিক মাধ্যম

সার্বজনিক স্রোত-মাধ্যমের সাহায্যে ব্যবস্থিত সংযোগ-কেন্দ্রগুলি জনসাধারণের সেবা-সংযোগস্থলে পরিণত করতে হবে, যা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে খাতাপত্রের হিসেবনিকেশ দাখিল করার উদ্দেশ্যে কাজ করবে :

1. সার্বজনিক চ্যানেল তার উদ্দেশ্যপূরণের জন্যে একটি নিয়ম দ্বারা সুরক্ষিত থাকা উচিত, যা একথার নিশ্চয়তা দেবে যে তারা কোনোরকম বিশিষ্ট, রাজনৈতিক অথবা আর্থিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত ।
2. সার্বজনিক সেবাসংক্রান্ত চ্যানেলগুলির উল্লেখিত সামগ্রীতে বাধাহীনতার গ্যারান্টী থাকা উচিত ।
3. একটি দেশের সমস্ত সীমার নাগরিকদের সার্বজনিক সেবার চ্যানেলসমূহ ও সংযোগ-মাধ্যমের বিষয়-সূচীর নাগালপ্রাপ্তি ও তাতে যোগদান করার পূর্ণ অধিকার আছে ।
4. সার্বজনিক চ্যানেলগুলির পরিবেশ-পরিস্থিতি সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা-করা ও বিধিবদ্ধ থাকা উচিত — যাতে জনসাধারণ পরিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক রূপে বহুবাদ-বিশিষ্ট তথ্যপ্রাপ্ত করেন, বিশেষ ক'রে নির্বাচনের সময়ে ।

VIII. সংযোগ - মাধ্যম

1. সংযোগ - মাধ্যমের জন্যে যেকোনো পঞ্জীকরণ-প্রণালী অবাধ বক্তব্যপ্রকাশের অধিকারে কোনোরূপ বাধাদান করতে পারবে না ।
2. সংযোগ-মাধ্যমগুলির করণীয় হ'ল :

   আত্মনিয়ন্ত্রণ বাড়িয়ে তোলা, নীতি-সংহিতা ও সংযোগ-মাধ্যমগুলির শ্রোতাকুল ও দর্শকবৃন্দের রক্ষকশ্রেণীর প্রসার ।

   মুদ্রিত সংযোগ-মাধ্যমগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হওয়া, বিশেষ ক'রে সাংস্কৃতিক বিচারে উপেক্ষিত জনসমুদায়গুলিতে সচেতনতার ধারা, জবাবদিহির অধিকার ও পেশাদার গোপনতার সমাদর-বৃদ্ধি ।
3. সংযোগ-মাধ্যমগুলিতে পারদর্শিতার অভাব সমাজে অবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে আর তর্কের গুণবৈশিষ্ট্য কমিয়ে দেয় । তাই সংযোগ-মাধ্যমগুলি নিম্নলিখিত রূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত :

   নৈতিকতার সঙ্গে পরিপূর্ণ রূপে নিজস্ব শ্রোতা ও দর্শক দের স্তরসমূহ, প্রিন্টের সংখ্যা, বিতরণ, বিক্রী ও বিনাখরচে প্রদত্তদের সংখ্যার খতিয়ান রাখা ।

   সরকার দ্বারা প্রচার ও প্রসারকার্যে প্রদত্ত খরচের পরিমাণের তথ্য-সরবরাহ, যা সরকারি-প্রসারের অসমান বিতরণের অনৈতিক সুবিধেভোগ সীমিত রাখবে ।

   ঐকান্তিক ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হওয়া, যখন সেই ব্যবস্থা সার্বজনিক বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্যাবলীর ওপর অধিকার এবং বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে ।

4. তথ্যপ্রদায়ী উদ্যোগ ও তার উদ্যোক্তাবর্গের এইসব সহমতবাদীর নাগালপ্রাপ্তির ব্যাপারে উৎসাহী হওয়া উচিত, যা স্বাধীন সংস্করণের নিশ্চয়তা দেবে ।

5. সংযোগ-মাধ্যমগুলিতে কোনো বিজ্ঞাপনদাতাই তথ্যপ্রদানের কারণে বিজ্ঞপন সরাতে পারবে না, অথবা আর্থিক চাপসৃষ্টির দরুন তথ্যগোপন করতেও পারবে না ।

6. তথ্যপ্রদানকারী সংযোগ-সাধন ও স্বায়ত্ব সংস্থাগুলিকে ইন্টারনেটেও সমস্ত মানুষ, বিশেষ ক'রে প্রতিবন্ধীদের নাগালে আসা সেবাপ্রয়োগের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

IX. নতুন প্রযুক্তি

মৌলিক অধিকার, যেমন বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে পালন করার জন্যে নতুন প্রযুক্তি, বিশেষতঃ ইন্টারনেট — উপকরণ রূপে প্রয়োগ করার এক সহজসরল উদ্দেশ্য থাকতে হবে :

1. নতুন প্রযুক্তিপ্রয়োগের জন্যে যন্ত্র ও ইন্টারনেটে অনায়াস নাগালপ্রাপ্তি ।

2. নতুন প্রযুক্তিপ্রয়োগের প্রশিক্ষণ ।

3. যাতে আরো বেশি মানুষ কম্পিউটর প্রয়োগ করতে পারেন, সেইজন্যে এবিষয়ে দক্ষতার বিকাশ ও প্রসার ।

4. সাধারণ মানুষের বোধগম্য বিষয়সূচী-গঠন আরো বাড়িয়ে তোলা ।

X. টেলিকমিউনিকেশন প্রসারণের জন্যে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ :

যে কর্তৃপক্ষই প্রসারণ ও টেলিকমিউনিকেশন ক্ষেত্রবিভাগের দায়িত্ব সামলাবে, তার :

1. স্বতন্ত্র, স্বায়ত্ব ও যেকোনো ধরনের, নিজস্ব, রাজনৈতিক অথবা আর্থিক চাপবিরোধী ও রীতিমতো সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন ।

2. অবগতিমূলক ভিত্তিতে সমাজের সামনে দায়িত্ববান থাকা এবং সমাজের জন্যে আদর্শ যন্ত্রাবলী প্রস্তুত করা উচিত ।

3. নাগরিক যোগদান সম্মিলিতভাবে সন্ধান করার পাশাপাশি বৈকল্পিক প্রক্রিয়া সম্মেলনে জনগণের প্রতি উন্মুক্ত ভাবধারার এবং পারদর্শী হওয়া দরকার ।

4. এই আশ্বাস দেওয়া উচিত যে সরকারি সংস্থা অথবা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতি উত্তরদায়ী প্রতিষ্ঠান কোনো ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি রাজনৈতিক দলগুলির হিতার্থে যুক্ত থাকবে না, এবং এর পাশাপাশি সরকারপক্ষ থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকবে — যাতে সিদ্ধান্তের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় ।

XI. অনুযোগ

1. সার্বজনিক ও স্বায়ত্ব সংযোগ-মাধ্যমের ব্যবস্থার প্রতি অনুযোগ-অভিযোগের জবাবদিহির জন্যে একধরনের প্রণালী আবশ্যক: এই প্রণালী উপস্থিত ক'রে বিস্তৃতরূপে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এর সঙ্গে জবাবদিহির গ্যারান্টি-কেন্দ্রিক অধিকার সম্মিলিত থাকবে । এই কারণে পূর্বস্থিত নিয়ম ও নীতি-সংহিতা থাকতে হবে যা অনুযোগের স্থাপন, কার্যধারার সীমা, পরামর্শ ও সমাধানের সহজ কর্মপ্রণালীর ইঙ্গিতবাহী ।

2. সংযোগ-মাধ্যম দ্বারা প্রসারিত বিষয়বস্তুর বিপক্ষে অনুযোগের প্রতি মনোযোগ জ্ঞাপনের জন্যে ইতিপূর্বে স্থাপিত যেকোনো সংস্থা রাজনৈতিক, আর্থিক অথবা অন্য ধরনের চাপসৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকবে। এই সংস্থার শক্তিসমূহ ব্যবস্থাপক ও সমাধানকারী প্রকৃতির হবে এবং তা' আইনি শক্তির ওপর প্রভাববিস্তার করবে না।

XII. ব্যবসায়িক গুরুত্ব - বৃদ্ধি

1. অবগত করার পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যকরূপে এক পেশাদার দায়িত্ব সম্মিলিত রয়েছে। সঞ্চালককে তাঁর পেশাদার কার্যধারার গুরুদায়িত্ব স্বীকার করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যাতে মিথ্যা দোষারোপ, দুর্নাম, অপমান, প্রমাণের হেরফের, তথ্যের বিকৃতি, ভিত্তিহীন দোষরোপ ও মিথ্যাচার — এসবই গুরুতর খামতি, যার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা লাগু করা হতে পারে।

2. সংযোগ-মাধ্যমের পেশাদার ব্যক্তিবর্গ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা আর সংগঠন তৈরী করার স্বাধীনতা পাবেন।

3. সংবাদপত্র-কেন্দ্রিক সংস্থাগুলিকে তাদের কর্মীবৃন্দের নিরন্তর প্রশিক্ষণদানের সুদৃঢ় আশ্বাসবহন করতে হবে।

4. এই সংস্থা ও সরকারপক্ষের পেশাদারি পরিবেশ এবং শিক্ষাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে সংযোগ-মাধ্যম ও তাদের উৎকর্ষকেন্দ্রিক দায়িত্ব আর সংবাদপত্রের নীতিবাধের চিন্তাধারা আরো প্রসারিত করতে হবে। তা' স্ব-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক কৌশলগঠনের প্রচারের জন্যে হবে আর তথ্যাবলীর গুণগত মান বাড়াতে সহায়ক হবে এবং এর ফলশ্রুতি আরো বেশি ও আরো উন্নতভাবে বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতায় আলোকপাত করবে।

XIII. সংযোগ-মাধ্যম দ্বারা মতবাদ-প্রকাশকারীদের বিপক্ষে মাপদণ্ড

1. স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশে যেকোনো ধরনের হামলা জোরালোভাবে দণ্ডনীয়। যাঁরা একাজ সংযোগ-মাধ্যমে অথবা মাধ্যমের বিরুদ্ধে করে থাকেন, যেমন — হুমকি, ক্ষতি, অপহরণ বা হত্যা, এছাড়া সংস্থা-এলাকায় ভাঙচুর, স্বতন্ত্র পত্রচারিতা, স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ ও জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তির বাধাহীন প্রবাহের বিনাশসাধন।

2. যেকোনো ধরনের হামলা এড়ানোর জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া সংস্থা ও তার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব আর এরকম ঘটনা ঘটলে তার তদন্ত করা, দোষীদের শাস্তি দেওয়া আর ঘটনাগ্রস্ত মানুষকে আশ্বাস দেওয়া যে তাঁরা উপযুক্ত সমাধান অবশ্যই পাবেন আর সেইসঙ্গে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

3. স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশের বিরুদ্ধে কৃত অন্যায় আচরণের প্রতিকার করতে সরকারপক্ষ ও নাগরিক সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা, প্রচার, প্রসার ও আইনি সহায়তার জালবিস্তার করতে হবে: এর মধ্যে সামিল থাকবেন ও এর উপদেষ্টা হবেন সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়, সংযোগ-মাধ্যম, আইনজীবি-সম্প্রদায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানাদি, বলিষ্ঠ সংস্থাসমূহ ও সম্পূর্ণ সমাজ।

XIV. নিজের জীবনে অধিকার, নিজস্ব ভাবমূর্তির সমাদর

1. কোনো ব্যক্তিরই অন্য কারোর দুর্নাম রটানো বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, মানবাধিকার, অন্তরঙ্গ বিষয় কিম্বা তাঁর ভাবমূর্তি কলুষিত করার কোনো অধিকার নেই।

2. সর্বসাধারণের এবিষয়ে চেতনাবোধ থাকতে হবে যে তাঁদের পদ ও নামের একটা গুরুত্ব আছে আর তাঁরা তা' কাজে লাগিয়ে থাকেন। সেই কারণে তাঁরা প্রকাশ্য আলোচনা ও প্রতিষ্ঠিত তর্ক-বিতর্কের সামনে সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

3. সরকারপক্ষকে এবিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে কোনো ব্যক্তির দুর্নাম রটানো বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, মানবাধিকার, অন্তরঙ্গতা বা তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার বিরুদ্ধে তাদের নিয়মশৃঙ্খলায় যেন কখনো এত কঠোর শাস্তি না থাকে যে তা' স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারপালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারাদণ্ড ছাড়াও আর্থিক দণ্ডপালনও কঠোর শাস্তিরূপে চিহ্নিত।

XV. সঙ্কটকালীন পরিস্থিতি

সঙ্কটকাল ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে জনসাধারণের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ও বক্তব্যপ্রকাশের স্বাধীনতা, উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এবং অহেতুক ভয় অথবা সঙ্কটের পরিস্থিতি উদ্রেক না ক'রেই সুষ্ঠুভাবে পালন করা উচিত।

XVI. অন্যান্য মানকসীমা বা পদক্ষেপ

1. বিভিন্ন সংস্থা ও তাদের সরকারপক্ষকে তাদের আইনি মাপদণ্ডের পরিক্ষণ ও সংযোজন এমনভাবে করতে হবে, যাতে বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের পরিমণ্ডলে জনহিত সীমিত-করা বা তার ওপর চাপসৃষ্টি-করা কোনো বিধান গঠিত না হয়।

2. ''জাতীয় সুরক্ষা, সরকারের কাছে সংরক্ষিত সার্বজনিক হিত অথবা সার্বিক ব্যবস্থা'' - এর মূল্যনির্ণয় এমনভাবে হওয়া উচিত নয়, যা স্বাধীন বক্তব্যপ্রকাশ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারে বাধাসৃষ্টি করে — এহেন অপবাদ ব্যতীত যে কোনো স্বল্পকালীন বাধা কোনো অত্যাবশ্যক হিতার্থেই লাগু করা হয়েছে।

XVII. আর্থিক মানকসীমা বা পদক্ষেপ

1. বিভিন্ন সংস্থা ও তাদের কর্তৃপক্ষকে এক সাধারণ আর্থিক বরিবেশ এবং একটি নির্দিষ্ট রাজস্ব-আদায়ের নীতি অনুসরণ করতে হবে, যেখানে সংযোগ-মাধ্যমের প্রসার অনুমোদিত।

2. সংস্থাকে কর্তৃপক্ষের কাছে এমন সমস্ত আইনানুগ নীতিপালনের দাবি জানাতে হবে যা প্রচারের সমানতা আরো সুষ্ঠু ও সঙ্ঘবদ্ধ করবে। তবে এব্যাপারে বাধাপ্রদান আবশ্যক, যদি সরকারি কর্মচারীরা সংযোগ-মাধ্যমের বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ করার অভিপ্রায়ে প্রচার-বিতরণের কৌশলপ্রয়োগ করে।

3. সংস্থাগুলির তাদের কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করা উচিত যাতে তারা কেবল একজন ব্যক্তি অথবা একটি সমুদায়ের সংযোগ-মাধ্যমের একতান্ত্রিক বা স্বল্পতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণ খণ্ডানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সাবধানতা-অবলম্বন করে।

XVIII. সংবাদভিত্তিক প্রবাহস্রোত ও দ্রব্যসামগ্রীর সুরক্ষা

1. সংস্থাগুলিকে কর্তৃপক্ষের কাছে এরূপ দাবি জানাতে হবে যাতে তারা আইনি কৌশলে কিছু নীতিপ্রতিষ্ঠা করে, যা সেইসব মানুষের তথ্যাবলীর উৎসকেন্দ্রিক গোপনতা-রক্ষা করবে যাঁরা পেশাদারিভাবে তথ্যের স্বাধীনতা বাস্তবায়িত করেন ।

2. পেশাদারি গোপনতার নিয়ন্ত্রণকার্যে সামিল হওয়া উচিত উৎসস্রোত এবং সেইসব সামগ্রী ও কর্মকৌশলও — যার অবগতির মাধ্যমে সার্বজনিক হিতের উৎপত্তিস্থল স্পর্শ করা যায় ।

3. ব্যবস্থাপক সংস্থাগুলির কথা উঠলেই পেশাদার গোপনতার নিয়ামক সম্পূর্ণ হওয়া উচিত, এবং ঐসমস্ত অপবাদ স্বীকার করা দরকার যা আইনি বিচারে আধারিত ও প্রেরিত: তবে শুধু সেই প্রেক্ষাপটে, যখন তথ্যের উৎসস্রোত জানার কোনো নির্দিষ্ট পন্থা থাকে না ও তার অর্থ এক বাস্তব অথচ ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ডেকে আনে, এবং যা গণতান্ত্রিক নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় ।

XIX. কার্য ফলপ্রসূ করা

বাধাহীন বক্তব্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর ক'রে আমরা প্রসারকার্যের ক্রিয়াকলাপ ও সম্পাদনে, তথ্যপ্রাপ্তি ও দোষারোপে, আকাদেমির, সংশোধনের, প্রসার ও বিধানগতভাবে — এখানে দর্শানো সিদ্ধান্তসমূহ পূরণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব ।

মেক্সিকো, দিস্ত্রিতো ফেদেরাল, 17-ই আগস্ট 2009.